চুল পেছনে টেনে পনিটেল বাঁধা। কালো চোখ, তীক্ষ্ণ চিবুক। সফেদ খাদি শাড়িতে ছড়িয়ে পড়েছে তার ব্যক্তিত্বের বিভা। প্রধানমন্ত্রীর পদ ছুঁড়ে ফেলে নির্বাক করে দিলেন বিরোধীদের

নির্বাচন ২০০৪

উজ্জ্বল শহর অন্ধকার গ্রাম

রিপোর্ট : **মিজানুর খান**, দিল্লি থেকে ফিরে

পশ্চিমবঙ্গের বারাসাতে নির্বাচনী প্রচারণার একটি দেয়াল কার্টুন এরকম : ১. রুগ্ন এক কৃষকের সামনে ঝুলছে ফাঁসির রজ্জু, নিচে প্রশ্ন- 'অন্ধ্রপ্রদেশে কেন এই আত্মহনন?' ২. শ্মশ্রুমন্ডিত এক ভারতীয় মুসলিমের পেছনে জ্বলছে আগুনের শিখা, পাশে জিজ্ঞাসা : 'গুজরাটে কেন এই খান্ডব দাহন? ৩. 'ত্রিশুল হাতে উদ্যত এক দানব, দলের আহ্বান: 'গেরুয়া বাহিনীর তান্ডব রুখে দাড়াও।'

নির্বাচনের পোস্টমর্টেম যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পর্যবেক্ষকরা বলছেন, দেয়ালে লেখা ও আঁকা রাজনৈতিক এসব পরিভাষাই বিজেপির পতনের কারণ যা ১৩ মে ভূমিকম্পের আগে বাঘা বাঘা রাজনীতিক পন্ডিত, বিশ্লেষণ, এমনকি সাংবাদিকেরও কানে গিয়ে পৌছায়নি।

নির্বাচনী দৌড়ে আন্ডারডগ কংগ্রেস ৮ বছর পর সবাইকে চমকে দিয়ে আবার ক্ষমতার কেন্দ্রে ফিরে এলো। বিদায়ী জোট এনডিএ এমনকি বিজয়ী কংগ্রেস ফল প্রকাশের একদিন আগেও এই পরিবর্তন আঁচ করতে পারেনি। নির্বাচনী সমীক্ষায় জরিপে আলোচনায় সব সময়ই পুরোভাগে থেকেছে বিজেপি। এও বলা হয়েছে, এবার কংগ্রেসের এমন ভরাডুবি ঘটবে যে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে দলটির বিলুপ্তযাত্রা শুরু হবে। বলা হলো বিজেপির চেয়েও জনপ্রিয় অটল বিহারি বাজপেয়ির নেতৃত্বে দলটি হতে চলেছে ভারতের অমর এক শাসক পার্টি।

তারই প্রতিফলন দেখা গেছে শাসক জোটের নির্বাচনী প্রচারণায়, বিজ্ঞাপনে। বলা হলো ক. ইন্ডিয়া শাইনিং, ভারত জেগে উঠেছে। খ. ফিল গুড, ভারত ভালো আছে। বিজ্ঞাপনের ডামাডোলে উজ্জ্বল ভারতের ঝকঝকে আলোর রশ্মি শুধু ভারতের জনপদেই নয়, ছড়িয়ে পড়েছে দেশের বাইরেও। শিরোনাম হলো : ভারত উদয় যাত্রা। বিজেপির নেতৃত্বে নতুন ভারত। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিরোধী নেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে আক্রমণ করে বললেন, উজ্জ্বল

ভারতের রশ্মি পৃথিবীর শুধুমাত্র দুই ব্যক্তিকে স্পর্শ করতে পারেনি- এক পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ এবং দুই সোনিয়া গান্ধী।

ফলাফল : সোনিয়ার উদয় এবং বিজেপির সূর্যাস্ত।

প্রথমে গান্ধী পরিবারের বিদেশিনী বধূ, পরে বিধবা এবং এখন প্রধানমন্ত্রিত্ব ছুঁড়ে ফেলা কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী। মিসেস জি। তিনি হয়ে উঠলেন ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় মানুষ, জনপ্রিয় রাজনীতিক। শাইনিং সোনিয়া।

মোহাম্মদ দাউদ

হাওড়া থেকে তীব্রবেগে উত্তর-পশ্চিমে ছুটে চলেছে রাজধানী এক্সপ্রেস। বাইরে অন্ধকার জমে গেছে। আমাদের কামরায় এক বৃদ্ধ শিখ তার আসন খুঁজে না পেয়ে আপাতত এখানে শুয়ে-বসে প্রায় চার ঘন্টার এক 'বিশ্রাম' নিচ্ছেন। আছেন এক বৃদ্ধা এবং আরেক পুরুষ। কিছুক্ষণ পর এসে যোগ দিলেন মধ্যবয়সী এক রুশ নাগরিক যার মুখের সবগুলো দাঁতই সোনায় বাঁধানো।

আলোচনায় অনিবার্যভাবে এসে গেলো ভারতের নির্বাচন। পুরুষ লোকটি আলোচনা সমালোচনার ফাঁকে লুঙ্গি পরে শোয়ার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে। আমাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলো এই বলে যে, তার পাইলসের অপারেশন হয়েছে। কাল দিল্লি থেকে তার ফ্লাইট। ট্রেন তখন বিদ্রোহী কবির সেই রুটির দোকান আসানশোলে পৌঁছেছে। বিজেপির পরাজয়ের কারণ ব্যাখা করতে গিয়ে সে বললো, 'ইয়ে পাবলিক হ্যায়। সরকার উঠাতি হ্যায় নামাতি হ্যায়।' তার চোখে বিজয়ের উজ্জ্বল হাসি আর মুখের ত্বকের নিচে প্রতিশোধের সুখ।

সে যেভাবে তার পরিচয় দিলো তার ভেতর থেকেই বেরিয়ে এলো বিজেপির অনিবার্য পরাজয়ের কারণ। চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বললো, 'আমি মুসলিম। আমার নাম মোহাম্মদ দাউদ।'

দাউদ তখন স্মৃতিচারণ করছিলেন দাংগায় পুড়ে যাওয়া ভেঙ্গে পড়া গুজরাটে তার সেই অন্ধকার আর ভয়াল দিনগুলোর কথা। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। গায়ের রঙ বেশ কালো, মাথায় সামান্য চুল। সপরিবারে ছিলেন গুজরাটে। আক্রমণের পর সেখান থেকে পালিয়ে এসেছেন। শুধু গুজরাট থেকেই নয়, পরে তিনি ভারত থেকেই পালিয়ে গেছেন। এখন সৌদি আরবের একটি হোটেলে চাকরি করেন। পরিবার থাকে কলকাতায়।

দাউদ যখন ট্রেনে ওঠে, তাকে বিদায় জানাতে তার সঙ্গে ওঠে আরো প্রায় জনা

নির্বাচনে জয়লাভের পর আকবর রোডে দলীয় কার্যালয়ের সামনে কংগ্রেস সমর্থকদের আনন্দ মিছিল। তখনও কেউ ভাবতে পারেনি যে সোনিয়া গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রত্যাখ্যান করবেন। সমর্থকদের দাবি সোনিয়াকেই হতে হবে ভারতের দ্বিতীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী। জবাবে সোনিয়া বললেন, 'আপনারা আমার সিদ্ধান্তের আবেগটুকু বুঝতে চেষ্টা করুন

দশেক আত্মীয়-পরিজন। তার মেয়ে-ছেলে, স্ত্রী, মাসহ আরো অনেকে। এক ক্যামেরা ছবি তোলা হয় দাউদের বিদায় যাত্রায়। লুঙ্গি আর স্যান্ডোগেঞ্জি পরেই পরিবারের সঙ্গে ছবি তুলছিলো দাউদ। ফিল্ম শেষ না হওয়ায় একই ফ্রেমে শাটার চাপা হয় বার কয়েক। পরে এক ফিল্ম রঙিন স্মৃতি, হয়তো আনন্দের অথবা বেদনার, দাউদের হাতে তুলে দিয়ে সবাই নেমে গেলেন।

দাউদের মুখ মলিন কিন্তু চোখে কোনো জলের আভাস নেই, হয়তো গুজরাট ট্রাজেডিতেই সব শুকিয়ে গেছে।

দাউদ গুজরাটের শ্বাসরুদ্ধকর দিনগুলোর যে বর্ণনা দিচ্ছিলো তার সারমর্ম হলো গোদরার ঘটনাই বাজপেয়ির পতনের কারণ। তার ভাষায়, 'মুসলমানদের ভোটেই এবার কংগ্রেসের জিত, বিজেপির হার।'

দাউদের কথাগুলোর রাজনৈতিক বিশ্লেষণে বলা হচ্ছে, ভারতের মানুষ উগ্র হিন্দুত্ববাদকে প্রত্যাখ্যান করেছে। রায় দিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে । পাঁচ বছরের শাসনে বিজেপি দুর্নীতিপরায়ণ কোনো সরকার হয়ে ওঠেনি বরং হয়েছে এরোগ্যান্ট এক প্রশাসন। ধর্মীয় সন্ত্রাসী। বহুত্ববাদের পরিবর্তে বাজপেয়ি সরকার একদেশদর্শী নীতিতেই অটল থেকেছে। উপেক্ষা করেছে জনগণের শক্তিকে। ভুলে গেছে ভারত এমন এক দেশ যেখানে প্রতি দু'শ কিলোমিটারে বদলে যায় ভাষা, ধর্ম, শ্রেণী, গোত্র আর মানুষের জাতিসত্তার পরিচয়। তারপরও এক্সিট পোলে বিজেপির জয় ছিলো নিশ্চিত। ফল হলো উল্টো, সন্তোষ নেই কারোরই। কারণ আছে বলেই হেরেছে- এই মন্তব্য স্বয়ং বিজেপিরই। টাইমস অব ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত এক কার্টুনে এক বিজেপি নেতা বলছেন, 'পরাজয়ের কারণ বের করতে আমরা বহু তর্ক-বিতর্ক, আলোচনা করেছি। আমাদের বিশ্বাস, জনসমর্থনের অভাবেই আমরা হেরেছি!'

রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে সাঁই সাঁই করে ছুটছে ট্রেন। দু' পাশে ক্ষুধার্ত দরিদ্র ঘুমন্ত গ্রাম। দাউদ উপরের স্লিপিং টায়ারে ঘুমিয়ে পড়েছেন। শান্ত হয়ে আছে তার চোখ-মুখ। বিজেপির বিদায়ে যেন আপাত নিশ্চিন্ত দাউদ। দিল্লিতে তখন ভোর হচ্ছে।

অয়নাংশু দাশ

বিজেপির ধর্মীয় ঔদ্ধত্য আর উগ্রতার কারণে মানুষ কংগ্রেসের আশ্রয় নিয়েছে এ কথা সবাই মানছে, তবে অনেকেই একে এক নম্বর ও প্রধান কারণ হিসেবে মেনে নিতে নারাজ। তাদের বক্তব্য- এটা পরাজয় নাটকে চোরাস্রোতের মতো কাজ করেছে, ভেতরে ভেতরে বয়ে চলা অন্তসলিলার মতো।

হিন্দুত্ববাদ ঘুণপোকার মতো দিল্লির মসনদ নীরবে নিভৃতে খেয়ে ফেলেছে। এটা নিঃশব্দ কারণ তবে সশব্দ কারণ ভারতের ভারসাম্যহীন অর্থনীতি। উজ্জ্বল শহর আর অন্ধকার গ্রাম। শাইনিং ইন্ডিয়ার রশ্মি দিল্লি হায়দ্রাবাদ চেন্নাইয়ের মতো শহরের গুটিকয়েক মানুষের গায়ে লেগেছে কিন্তু ৮০ ভাগ মানুষ যে গ্রামে বাস করে তার পর্ণকুটিরে গিয়ে পৌছায়নি। কলকাতার ছেলে অয়নাংশু দাশ বলেছে, 'উজ্জ্বল ভারত নয়, বিজেপির নীতি ছিলো শাইনিং সিটি।' সাধারণ মানুষের কাছে চকমকে ভারত শুধুই রোমান্টিক ইল্যুশন। বাস্তবতা বর্জিত। বিজেপি তাদের ওপর কষ্টকল্পিত এই ধারণা জোরপূর্বক চাপাতে চেয়েছে।

ভারতীয় ধনীরা ধনী হয়েছে, দরিদ্র হয়েছে দরিদ্রতর। অয়নাংশু তরুণ যুবক। ইঞ্জিনিয়ার। চাকরি করে দিল্লিতে। মাঝখানে বছর দুয়েক পোস্টিং ছিল উত্তরবঙ্গে। এখন আবার দিল্লি। কাজে যোগ দিতেই রাজধানীতে ফিরছে অয়নাংশু। মিডিয়া, জনমত জরিপ- এসবের ওপর তার তীব্র ক্ষোভ : অর্থহীন, মিথ্যাচার, বাণিজ্য। তার কথা হচ্ছে, নির্বাচনে কোনো ফ্যাক্টর না ইন্ডিয়া শাইনিং অথবা ফিল গুড ফ্যাক্টরও না, হাওয়া যেদিকে ঘুরে গেছে সেদিকেরই জয় হয়েছে। দাঙ্গা, সংস্কার- এসব বাজে কথা। হায়দ্রাবাদ যা সাইবেরাবাদ নামে পরিচিত, সেখানেই পতনের সূচনা ঘটেছে। বিজেপির ঘনিষ্ঠ মিত্র চন্দ্রবাবু নাইডু পরাজয়ের পর পদত্যাগ করেছেন। মিডিয়াগুলো বলছে, চন্দ্রবাবু ইন্টারনেটের প্রসার ঘটিয়েছেন কিন্তু গ্রামে যাননি। গ্রামের মানুষ এই অবহেলা-উপেক্ষার প্রতিশোধ নিয়েছে। অয়নাংশুর প্রশ্ন- 'এসব কথা এখন কেন বলা হচ্ছে, চন্দ্রবাবু যে গ্রামে যাননি মিডিয়ার কি এ কথা অজানা ছিলো?'

গ্রামের মানুষই এবার সরকারের গদি উল্টে দিয়েছে। ভারত মানে শহর না, ভারত অর্থ গ্রাম। তাদের হাতেই ছিলো ট্রাম্পকার্ড। অনেকেই বলছেন, বিজেপির সবচেয়ে বড় ভুল ছিলো দরিদ্রদের উপেক্ষা করা। তাদের উপলব্ধি হয়েছে যে তাদের পাশে দাঁড়াবার মতো কেউ নেই। তারা লেফট আউট। তাদের বাড়িতে গ্যাস, বিদ্যুৎ, আর জলের তীব্র সংকট। চুলোয় আগুন নেই কারণ কেরোসিনের দাম দ্বিগুণ। কিন্তু বিজেপি বলেছে, ২৫ বছরে ভারত হবে পৃথিবীর উন্নত দেশের একটি। যদিও তাদের নেতার জন্মদিনে শস্তা সিনথেটিক শাড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে পায়ের নিচে চাপা পড়ে মারা গেছে ২২ জন নারী। এবং বাজপেয়ির নিজেরই নির্বাচনী এলাকায়।

অন্যদিকে শহরে শহরে শপিং মল গজিয়েছে মাশরুমের মতো। নাগরিকরা সেলফোনে কথা বলছে, যাচ্ছে ফাস্টফুডের দোকানে। কিন্তু তিন-চতুর্থাংশ ভারতীয় রয়ে গেছে কাঁচা ঘরে।

বিজেপি এ সব বঞ্চিত উপেক্ষিত মানুষের কাছে ভোট চাইতে গেছে 'ফিল গুড' স্লোগান নিয়ে। তারা মনে করেছে সময়টা বেশ ভালো, ভারত ভালো আছে। অর্থনৈতিক বিকাশ দশ শতাংশেরও বেশি। রাজনৈতিক পরিস্থিতি শান্ত এবং স্থায়ী। পাকিস্তানের সঙ্গে উত্তেজনা নেই। এ কথা জানিয়ে দেয়া হোক ভারতবাসীকে। এই স্লোগানই বিজেপির পরাজয়ের মুখ্য কারণ- অয়নাংশুর মতে। সে বললো- 'আমরা জানতাম না যে ভালো আছি না খারাপ আছি। গায়ের জোরে বলা হলো আমরা ভালো আছি। আমাদের ভাবতে বলা হলো, ফিল করতে বলা হলো। ভোটের আগের দিন বিছানায় শুয়ে ভালো আছি কিনা ভেবে দেখতে গিয়ে মনে হলো কই আমরা তো ভালো নেই! আমার বাবাকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়েছে। কল-কারখানা বিরাষ্ট্রীয়করণের ফলে মানুষ চাকরি খুইয়েছে। ছোট ভাই ঘুরছে কাজের সন্ধানে।'

এটা রাষ্ট্রীয় তামাশা, রাষ্ট্রীয় প্রতারণা।

ট্যা ক্সি ও য়া লা

দিল্লির বাতাসে ঘামের গন্ধ। ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পুড়ছে রাজধানীর মানুষ। লিচুওয়ালা পানি ছিটিয়ে ঠান্ডা রাখছে ফল। লাল তরমুজের ভেতর থেকে ধোঁয়া উঠছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পানিওয়ালার কাছে তৃষ্ণার্ত মানুষের ভিড়। রেফ্রিজারেটেড ফিল্টার ওয়াটারে মানুষ যখন প্রাণ ফিরে পেতে চাইছে তখন ২৪ আকবর রোডে মঞ্চস্থ হচ্ছে একের পর এক শ্বাসরুদ্ধকর থিয়েটার। নতুন প্রধানমন্ত্রী কে হবেন এ নিয়ে তুমুল উত্তেজনা। ধবধবে শাদা খাদি পাঞ্জাবি শাড়ি পরা তৃণমূল সমর্থকদের ভিড়ে উপচে পড়ছে কংগ্রেস অফিস। অগণিত টিভি ক্যামেরা আর সাংবাদিক গ্রাম গ্রামান্তর থেকে ছুটে আসা এইসব মানুষের উৎকণ্ঠা উত্তেজনা, আবেগ আকুতি সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। নতুন জোটে কোন কোন দল থাকছে, কারা সমর্থন দিচ্ছে সরকারের ভেতর-বাইরে থেকে এ নিয়ে বৈঠক হচ্ছে দফায় দফায়। সোনিয়া গান্ধী জানিয়ে দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কোনো ইচ্ছে তার নেই। প্রতিবাদে জনপথ আর আকবর রোডে অবস্থান নিয়েছে সাধারণ মানুষ। তাদের দাবি দেশনেত্রী সোনিয়াকে বক্তব্য প্রত্যাহার করে হতে হবে

বাজপেয়ি সরকার রাজধানী দিল্লির কয়েকটি বস্তি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ভারতের অর্থনৈতিক রাজধানী মুম্বাইয়ের এরকম একটি বস্তিতে বসে ছিন্নমূল মানুষ নির্বাচনী খবর পড়ছে। ভারতের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও বেশি মানুষ বাস করে দারিদ্র্যসীমার নিচে। গড় মাসিক আয় ৫০ ডলারেরও কম। শাইনিং ইন্ডিয়ার আলোক রশ্মি শহরের গায়ে লাগলেও বহিরাগত এইসব মানুষের জীবন স্পর্শ করতে পারেনি

ভারতের দ্বিতীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী। সোনিয়া ছাড়া ভারতে কোনো সরকার হবে না।

কংগ্রেসের কমলা-শাদা-সবুজ পতাকা আর হাতের পাঞ্জা প্রতীক নিয়ে আকবর রোডে যেন অবস্থান ধর্মঘট করছে পোড় খাওয়া মানুষেরা। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন দূর রাজ্য থেকে আসা কংগ্রেস নেতারাও।

অনেকের হাতে মিসেস জি'র জন্যে আনা ফুলের তোড়া। ঝাড়খন্ডের কংগ্রেস সভাপতি এনেছেন দামি কাঞ্জিভারম শাড়ি। টেলিভিশনের গাড়ির ভিড়ে ম্লান নেতাদের উপহার। ঝাড়খন্ড সভাপতি বললেন, 'সোনিয়া গান্ধী যাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করবেন তাকেই আমরা মেনে নেব। সোনিয়াজি যদি বলেন রাস্তার যে কোনো মানুষ অথবা প্রাণী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন, আমরা সেটা বিনা বাক্যে মেনে নিতে প্রস্তুত।'

সোনিয়া গান্ধী প্রধানমন্ত্রী না হলে এক কর্মী গাড়ির ছাদের উপর দাঁড়িয়ে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে আত্মহত্যার হুমকি দিলেন। সোনিয়া অনুরোধ করলেন, আপনারা আমার সিদ্ধান্তের আবেগটুকু বুঝুন। আমাকেই আমার সিদ্ধান্ত নেয়ার অনুমতি দিন।

২৪ আকবর রোডে কংগ্রেসের অফিসের পাশেই ১০ জনপথে সোনিয়ার বাসভবন। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় ঐতিহাসিক এই গান্ধী বাড়ি ইতিমধ্যেই দুর্গ হয়ে উঠেছে। উত্তাল জনসমুদ্র ডিঙিয়ে সফেদ অ্যাম্বাস্যাডর চড়ে এলেন লালু প্রসাদ যাদব। মুহর্মুহু স্লোগানে কেঁপে উঠলো চারদিক। লালুর কাছে জনতার দাবি, তিনি যেন সোনিয়ার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে উদ্যোগী হন। লালুও জানিয়ে দিলেন, মিসেস জি প্রধানমন্ত্রী না হলে সরকারে যোগ দেবে না তার দল।

একের পর এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে কংগ্রেস অফিসে রাত নেমে এলেও মানুষ রাজপথ ছাড়েনি। একজন বললেন, সোনিয়া সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করলে তারাও ফিরবেন না। ঘড়িতে তখন রাত এগারোটা। নতুন দিল্লি তখনও জেগে আছে।

অল ইন্ডিয়া রেডিওর সামনেই হলুদ অ্যাম্বাস্যাডর দাঁড় করিয়ে বসেছিলো মধ্যবয়সী এক ট্যাক্সিওয়ালা রোহিত সারণ। স্টিয়ারিংয়ের বাঁদিকে গাড়িতে লাগানো দুর্গার বেশ কয়েকটি রঙিন ছবি। সেখানে পেঁচানো গাদা ফুলের মালা। প্রসঙ্গ তুলতেই বিজেপির ওপর কয়েক হাত নিলো সে। বললো, 'আমার জীবনে এরকম কখনো দেখিনি। এরকম বিপ্লব এই প্রথম।' রোহিতের জন্ম দিল্লিতেই। ট্যাক্সি চালায় আজ ২০ বছর। তার বক্তব্য, 'বিজেপি ধর্মকে আর ধর্ম রাখেনি, ফ্যাসাদ বানিয়ে ছেড়েছে। আগে হিন্দু-মুসলমানের এতো রক্তাক্ত সংঘাত ছিলো না, বিজেপিই সব শুরু করেছে।'

রোহিতের ট্যাক্সি তখন রিজার্ভ ব্যাংক ছাড়িয়ে নির্বাচন কমিশনের অফিস পার হয়ে সুমসাম প্রশস্ত এক রাস্তা দিয়ে পাহাড়গঞ্জের দিকে ছুটছে। দু'পাশে কয়েকটি মন্ত্রীর বাসভবন। গেটে নিরাপত্তা প্রহরী। ক'দিন পরই ভেতরের মানুষগুলো বদলে যাবে। রোহিত তখন বললো, 'মসনদে যেই আসুক, পাবলিকের কোনো লাভ নেই। আমরা মারামারি করে মরি আর নেতারা দেরাদুনে বসে ভাত খায়।'

রোহিত মনে করে, বাজপেয়ির সহকর্মীদের কারণেই বিজেপির পতন। বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী চাইলেই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করা যেতো। সে বললো, 'আমি নিজের চোখে দেখেছি মোশাররফ যখন তার দিকে এগিয়ে করমর্দন করতে চাইলেন, তখন বাজপেয়ি তার হাত ফিরিয়ে নিলেন।'

সোনিয়া প্রধানমন্ত্রী হলে রোহিত খুশি

হবেন। কিন্তু বিরোধীরা যে বলছে সোনিয়া বিদেশিনী?

'তাহলে তাকে কেন টিকিট দিয়েছে?' যেদিন তাকে জাতীয়তা দেয়া হয়েছে, সেদিনই এই কেস ফিনিশ হয়ে গেছে। বিদেশী হলে তো নির্বাচন করারই আইন ছিল না। কিভাবে হলো এসব?' ট্যাক্সিওয়ালা রোহিতের লম্বা প্রশ্ন।

যো গে শ ঝা

সরকারি কর্মচারী যোগেশ ৫০৪ নম্বর বাস ধরতে যাত্রী ছাউনির নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। কপালে গেরুয়া তিলক। হাতের কব্জিতে সুতোর চুড়ি। রাজধানীতেই তার জন্ম। নতুন শহর ছেড়ে সম্প্রতি চলে গেছেন পুরান দিল্লি। কথায় কথায় পিছলে ঢুকে গেলো রাজনীতি। জানতে চাইলেন কে হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। বললাম সোনিয়ারই হওয়ার কথা কিন্তু বিরোধীরা যে 'বিদেশিনী' ধোয়া তুলেছে।

'এই ধোয়া কি অবান্তর? তার প্রশ্ন। যোগেশের মুখ থেকে আরো শুনতে চাই বলেই চুপ করে রইলাম। 'ভারতের কোনো মানুষ যদি বাংলাদেশে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়, আপনারা কি সেটা মেনে নেবেন?'

তার মতে, ধর্মীয় দাঙ্গা-সংঘাতের কারণে বিজেপির পতন হয়নি, হয়েছে তার মিথ্যা প্রতিশ্রুতির কারণে। বাজপেয়ি-আদভানি যতবার রামমন্দির নির্মাণের অঙ্গীকার করেছিলেন গত পাঁচ বছরে, তারা সেই অবস্থান থেকে ততবারই সরে গেছেন। তার মতে ধর্মীয় সহিংসতা নয় বরং অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণে ব্যর্থতাই সরকার পরিবর্তনের আসল কারণ।

যোগেশ ঝার সরল স্বীকারোক্তি, তিনি কিছুটা রক্ষণশীল এবং ভারতের অধিকাংশ মানুষ তার মতোই। তিনি মনে করেন, গান্ধী পরিবার এখন ভারতীয় নতুন প্রজন্মের কাছে বিস্মৃতপ্রায়। অনেকেই জানে না নেহরু-গান্ধী-ইন্দিরা-রাজীবের রাজনৈতিক ইতিহাস। পারিবারিক ঐতিহ্যে সোনিয়ার জয়-পর্যবেক্ষকদের এই মন্তব্য মানতে একেবারেই নারাজ যোগেশ ঝা।

নির্বাচনী বিশ্লেষকরা বলছেন, সোনিয়ার সফল নির্বাচনী প্রচারণার কারণেই তিনি ব্যাপক জনসমর্থন পেয়েছেন। সারা দেশে ৬৪ হাজার কিলোমিটার পথ সফর করে তিনি ৬০ জন প্রার্থীর ৬০টি জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন, যাদের ৫২ জনই জয়লাভ করেছেন। সোনিয়ার পেছনে এবং পাশে থেকে সমর্থন-প্রেরণা জুগিয়েছেন তার দুই সন্তান রাহুল এবং প্রিয়াঙ্কা।

অন্যদিকে বিজেপির পতন শুরু হয় তখন থেকেই যেদিন উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আদভানির নাম ঘোষণা করা হয়। মৃত্যু হয় দক্ষ সংগঠক আদভানীর। ক্ষমতার কেন্দ্রে সূচনা ঘটে দ্বৈত শাসনের।

ভু খা না ঙ্গা

বিজেপি যখন দুই চটকধর্মী স্লোগান দিয়ে চমক সৃষ্টি করতে চেয়েছে, তখন কংগ্রেস সাদামাটা আর সাধারণ কথা নিয়েই মানুষের কাছে ভোট চেয়েছে। কংগ্রেসের স্লোগান ছিল- 'কংগ্রেস কা হাত, আম আদমিকা সাথ'। বিজেপির কর্পোরেট যুগের চকমকি বিজ্ঞাপন দরিদ্র মানুষের মন ভোলাতে পারেনি। দলটি এসব নিরীহ মানুষকে, সমগ্র ভারতকে এমনকি বিরোধী দলকেও তাদের সম্পত্তি ও অনুগত বলে ধরে নিয়েছিল।

অভিজাত কূটনৈতিক এলাকা চানক্যপুরীর সামনে শান্তি পথ দিয়ে অটো নিয়ে রেল স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন নূর আহমেদ (৪৩)। এলাহাবাদের বণিক। দিল্লি এসেছেন ব্যবসার কাজে। আমাকে ২০ রুপিতে তার

সঙ্গী করে নিলেন। নিজ রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'সেখানেই বিজেপির আত্মহত্যা শুরু হয়েছে। সাইবার ফাইবার নিয়ে সরকার দেশে-বিদেশে প্রচারণা চালিয়েছে অথচ পানির অভাবে ২৫ জন কৃষক যখন নিজেদের হত্যা করেছে, বাজপেয়ি তখন তার চোখ-মুখ বালিতে গুঁজে রেখেছেন।'

'শাইন সিটি বানাওঙ্গে, ভুখা নাঙ্গা গ্রাম রাওঙ্গে', বললো নূর আহমেদ। তার নিভৃত পল্লীতে মানুষ না খেয়ে মরেছে, কেরোসিনের অভাবে চুলোয় আগুন জ্বলেনি। জমিতে পানি

নতুন দিল্লি থেকে ৬৪ মাইল দক্ষিণে পালওয়াল গ্রাম। সেখানে কাঁচা ঘরের বাইরে এক নারী কাপড় পরিষ্কার করছে। আলোজলহাওয়াহীন এইসব মানুষের কাছে বাজপেয়ি'র 'ফিল গুড' স্লোগান ছিলো নিছকই রাজনৈতিক কৌতুক। উন্নয়নের স্রোতে শহর ভেসে গেলেও এসব গ্রামের মানুষের কাছে শিক্ষা, চিকিৎসা এখনও কেবলই বিলাস

ওঠেনি, বাচ্চারা স্কুলে যায়নি।

পুরোটা পথ নূর আহমেদ যা বলে গেলো তার সারমর্ম এই রকম-

'পানি চাইয়ে, দাওয়াই চাইয়ে, ভুখা আদমি রোটি চাইয়ে, কাম চাইয়ে, গভর্নমেন্ট কুচ নেহি দেখতা। ভুখা আদমি সে রিলিজিয়ন কোই মতলব নেহি হ্যায়।'

বাবুল হালদার

দিল্লি রেলস্টেশনের বাইরে আজমেরী গেটের চৌরাস্তায় বসে ছিলো বাবুল। বয়স ৪০। সন্ধ্যার অন্ধকারে রিকশার সিটে ম্লানমুখে বসে ছিলো উত্তরবঙ্গের এই তরুণ। কল বসানোর মিস্ত্রি। দিল্লিতে অভিবাসী হয়েছে এক বছর। আগে ছিলো বৃন্দাবনে। দিল্লিতে থাকতে হবে আরো ৬ মাস। কেন? কেন'র জবাব দিল না বাবুল। পরে জানালো, একটা কেসে জড়িয়ে সে বৃন্দাবন ছেড়েছে। এখন বড় ছেলে সেখানে কল বসানোর কাজ দেখছে।

কেন হারলো বিজেপি? আমার প্রশ্ন।

'কেন হারবে না?' পাল্টা প্রশ্ন তার। পরে নিজেই জবাব দিতে গিয়ে বললো, দিল্লির কয়েকটি বস্তি সরকার ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ছিন্নমূল মানুষ উৎখাত করে শহর চকচকে করেছে। গরিব মানুষের পেটে ভাত আর ভাগ্যে কাজ জোটাতে পারেনি বিজেপি, সে কারণে হেরেছে।

আর কেন জিতেছে কংগ্রেস?

জবাবে বাবুল জানালো, বৃন্দাবনে কংগ্রেস মহিলা শাখার অধ্যক্ষা তার স্ত্রী। 'এক হাজার মহিলা আছে উনার আন্ডারে।'

ভুল সময়ে

মহারাষ্ট্রের এক তুমুল তরুণ অতুল বুধুক। রাজধানী মুম্বাই থেকে চারশ কিলোমিটার দূরে এক গ্রামে অসহায় মানুষের চিকিৎসা করে সে। এখন পালাতে চায় দেশ থেকে। দিল্লি এসেছে ভিসার সন্ধানে। প্রথমে রেলগাড়িতে মুম্বাই পরে উড়োজাহাজে দিল্লি এয়ারপোর্ট। সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সকাল সকাল চানক্যপুরী। নার্ভাস অতুল বুধুক প্রথমে কথা বলতে চায়নি। দালাল এলো মোটরসাইকেলে, তারপর ফরম পূরণ করে, ছবি লাগিয়ে টুকটাক কথা বলতে শুরু করলো। বললো, সোনিয়ার বিরুদ্ধে নোংরা আক্রমণ করেছে বিজেপি। জবাবে সোনিয়া চুপ থেকে মানুষের হৃদয় জয় করেছে। প্রথমত সোনিয়া একজন নারী, দ্বিতীয়ত ভারতের বউ। ভারতীয়রা নারীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ কখনো পছন্দ করেনি। এমন আক্রমণ ইতিহাসে কখনো ঘটেনি।

বুধুকের মতে, বিজেপি মানুষের ধর্মানুভূতি নিয়ে উগ্র খেলা খেলেছে কিন্তু মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে কখনো দৃষ্টি দেয়নি। ভারতের যোজনা কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯৮৩ থেকে '৯৩-'৯৪ সাল পর্যন্ত বার্ষিক কর্মসংস্থানের হার ছিল ২.৭ শতাংশ। ১৯৯৪-২০০০ সালে সেই হার নেমে এসেছে ১.৭ শতাংশে। যদিও আর্থিক বিকাশ ঘটেছে, কর্মসংস্থানে সবসময়ই পিছিয়ে থেকেছে সমগ্র ভারত। বর্তমানে বার্ষিক কর্মসংস্থানের হার মাত্র ১.৬ শতাংশ। '৯৭-৯৮ সালে যেখানে বেকার মানুষের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৯৯ লাখ, সেখানে ২০০১-০২ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ১৬ লাখ। এ কারণেই বিজেপিকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে।

আর?

'ভুল সময়ের নির্বাচন। এখন ভারত শুকিয়ে আছে। পানি নেই, সবুজ নেই, শস্য নেই। বিজেপি যেন হেরে যাওয়ার জন্যই এই অসময়ে আগাম নির্বাচন দিয়ে ক্ষমতা থেকে সরে গেছে। গত পাঁচ বছরে সরকার পুরো ভারতকেই শুষে খেয়েছে'-- বললো বুধুক।

তারপর ফরাসি দূতাবাসের ভিসা সেকশনের ভেতরে হারিয়ে গেলো মহারাষ্ট্রের এই টগবগে যুবক।